মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও জয়জয়কার বাঁকুড়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ায় সাফল্য এবারেও। উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলে এবারে রাজ্যের মেধা তালিকায় প্রথম দশজন স্থানাধিকারীদের মধ্যে আটজন রয়েছে বাঁকুড়া জেলার ছাত্র-ছাত্রী। বাঁকুড়া জেলা স্কুলের সুরজিৎ লোহার তৃতীয়, শুভদীপ সিংহ মহাপাত্র পঞ্চম এবং দেবজ্যোতি গাঙ্গুলী ও শুভজিৎ মন্ডল নবম স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া কেন্দুয়াডিহি হাইস্কুলের পিনাকী চ্যাটার্জী, বাঁকুড়া মিশন গার্লস হাইস্কুলের অঙ্কিতা শীট ও সোনামুখী বি জে হাই স্কুলের সায়ন্তী কুন্ডু নবম হয়েছে। রাজগ্রাম এস বি রায়া ইনস্টিটিউটের জয়শ্রী নন্দী দশম হয়েছে। রাজ্যের তৃতীয় ও জেলায় প্রথম স্থানাধিকারী সুরজিৎ লোহার মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের প্রথম হয়েছিল বাঁকুড়া জেলা স্কুল থেকেই। সে এবার উচ্চমাধ্যমিকে বাংলায় ৯৮, ইংরাজিতে ৯৪, জীবন বিজ্ঞানে ৯৯, রসায়নে ৯৭, পদার্থবিজ্ঞানে ৯৭ এবং গণিতে ৯৭ নম্বর পেয়েছে। সুরজিতের বাবা প্রশান্ত কুন্ডু পূর্ত দফতর (সড়ক) এর কর্মী। সে সূত্রেই সারদামণি গার্লস কলেজের কাছে বিভাগীয় কোয়ার্টারে থাকেন। মা দিপালী লোহার ভৈরবস্থান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। সে ডাক্তার হতে চায়। সব বিষয়ে প্রাইভেট টিউটর ছিল। সুরজিৎ-এর বক্তব্য, সে জয়েন্ট পরীক্ষার বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার উচ্চমাধ্যমিকে তার ফল কিছুটা খারাপ হয়েছে। সে ক্রিকেট খেলতে ও গান শুনতে ভালোবাসে। রাজ্যের পঞ্চম স্থানাধিকারী শুভদীপ সিংহ মহাপাত্র ষষ্ঠ হয়েছিল মাধ্যমিকে। সেদিক থেকে সে অনেকটাই এগিয়েছে। শুভদীপ বাংলায় ৯৮, ইংরাজীতে ৯৭, জীবনবিজ্ঞানে ৯৯, রসায়নে ৮৭, পদার্থবিজ্ঞানে ৯৩ ও গণিতে ৯৮ পেয়েছে। সে এবার মোট ৪৮৫ বা মোট নম্বরের ৯৭ শতাংশ পেয়েছে। শুভদীপের আসল বাড়ি সারেঙ্গার সুখাডালি এলাকার আমজোড়ে। তার মা মানসী গুহবধূ। তার পাঁচজন প্রাইভেট টিউটর ছিল। সে গড়ে দৈনিক ৭ থেকে ৮ ঘন্টা পড়ত। তারও ইচ্ছা ডাক্তার হওয়ার। সে বর্তমানে বাঁকুড়া শহরে থাকে। বাঁকুড়া জেলাস্কুল থেকে নবম স্থানাধিকারী দেবজ্যোতি গাঙ্গুলী বাংলায় ৯৮, ইংরাজিতে ৯৩, জীবনবিজ্ঞানে ৯৮, রসায়নে ৯১, পদার্থবিজ্ঞানে ৯৩ এবং গণিতে ৯৯ নম্বর পেয়েছে। বাঁকুড়া শহরের নতুন চটি এলাকার সার্কাস ময়দানে থাকে। তার বাবা জয়ন্ত গাঙ্গুলী একজন স্বাস্থ্যকর্মী। সে ফুটবল খেলতে ভালোবাসে। তার আটজন প্রাইভেট টিউটর ছিল। সে ডাক্তার হয়ে চায়। এবার সে ৪৮১ বা ৯৬.২ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। তার মা সুতপা দেবী গৃহবধূ এবং তাদের আদি বাড়ি তালডাংড়ায়। এই বিদ্যালয় থেকেই নবম হয়েছে কাঠজুড়িডাঙ্গার বিদ্যাসাগর পল্লীর শুভজিৎ মন্ডল। সে বাংলায় ৯৮, ইংরাজীতে ৯৫, জীবনবিজ্ঞানে ৯৯, রসায়নে ৯৩, পদার্থবিজ্ঞানে ৯৪ ও গণিতে ৯৫ মোট ৪৮১ নম্বর পেয়েছে। শুভজিতের বাবা বরেন চন্দ্র মন্ডল ওন্দার হোলাহীরাপুর উচ্চবিদ্যালয়ের জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক। সে মাধ্যমিকে রাজ্যে চতুর্থস্থান দখল করেছিল। তার মা ময়না দেবী গৃহবধূ। তাদের আদিবাড়ি শালতোড়ায়। তার দাদা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে পড়াশোনা করছে। সে নিজে বায়োলজিক্যাল জেনেটিক্স নিয়ে পড়তে চায়। এক্ষেত্রে সুযোগ না ঘটলে ডাক্তারি নিয়ে পড়বে। বাঁকুড়া জেলায় রাজ্যে নবম হয়েছে বাঁকুড়া মিশন গার্লসের ছাত্রী কেন্দুয়াডিহি শরৎপল্লির বাসিন্দা অঙ্কিতা শীট। সে বাংলায় ৯৮, ইংরাজিতে ৮৫, পদার্থবিজ্ঞানে ৯৩, রসায়নে ৯১, জীবনবিজ্ঞানে ৯৪ এবং গণিতে ১০০ নম্বর পেয়েছে। সে মাধ্যমিকে এই বিদ্যালয় থেকেই রাজ্যে অষ্টম হয়েছিল। বর্তমানে সে ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে আইআইটি-তে ভর্তির বিষয়ে। অবশ্য তার বক্তব্য জয়েন্ট পরীক্ষায় পাশ করলে লিঙ্গির কোন মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পড়বে। সোনামুখী বি জে হাইস্কুলের ছাত্রী ও সোনামুখী লালবাজারের বাসিন্দা সায়ন্তী কুন্ডু কলাবিভাগে পরীক্ষা দিয়ে রাজ্যে নবমস্থান অধিকার করেছে। সে বাংলায় ৯৪, ইংরাজিতে ৯৮, ভূগোলে ৯৫, দর্শনে ৯৮, এডুকেশনে ৯০ ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ৯৬ পেয়েছে। তার বাবা বাবলু কুন্ডু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। সায়ন্তীর বক্তব্য, সে ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে পড়তে চায় যাতে তা নিয়ে পি এইচ ডি করতে পারে। রাজ্যে দশম হয়েছে জয়পুর ব্লকের রাজগ্রাম এস বি রায়া ইনস্টিটিউটের ছাত্র এবং রায়বাঘিনীর বাসিন্দা জয়শ্রী নন্দী। সে এবার বাংলায় ৯৮, ইংরাজিতে ৯৫, রসায়নে ৬২, গণিতে ৯৮, পদার্থবিজ্ঞানে ৯৩ এবং জীবনবিজ্ঞানে ৯৬ মোট ৪৮০ নম্বর পেয়েছে। জয়শ্রীর বাবা শান্তিময় নন্দী দেজ মেডিকেলের কর্মী। জয়শ্রীর বক্তব্য, বাঁকুড়া শহরের মত প্রাইভেট টিউটররায়াঘিনী এলাকায় মেলে না তা সত্বেও সে সকলের সাহায্য পেয়েছে। জয়শ্রীও চিকিৎসক হতে চায়।

সুরজিৎ লোহার

শুভদীপ সিংহ মহাপাত্র

দেবজ্যোতি গাঙ্গুলী

শুভজিৎ মন্ডল

পিনাকী চ্যাটার্জী

অঙ্কিতা শীট

সায়ন্তী কুন্ডু

জয়শ্রী নন্দী

শিশুপাচার সন্দেহে গণধোলাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে মঙ্গলবার সকালে শিশুপাচারকারী সন্দেহে এক যুবককে ধরে বেধড়ক পিটিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিল উত্তেজিত জনতা। এই ঘটনায় গোটা হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ওই যুবক সন্দেহজনকভাবে এদিন সকালে হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে গিয়ে একাধিক প্রসূতির কাছে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছিল। তা দেখে রোগীর আত্মীয়রা কর্তব্যরত নার্সকে খবর দেন। হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্সরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে। তাতে সন্দেহ হয় এবং সে শিশু চুরি করতে এসেছিল বলে সন্দেহ হওয়ায় রোগীর আত্মীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। এবং তাতে মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এবং উত্তেজিত জনতা ওই যুবককে ধরে বেধড়ক পেটাতে থাকে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিষ্ণুপুর থানার আই সি আস্তিক মুখোপাধ্যায় বলেন, শিশুপাচারকারী সন্দেহে এদিন এক যুবককে উত্তেজিত জনতা মারধর করে। তাকে উদ্ধার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালের সুপার পৃথ্বিশ আখুলি বলেন, হাসপাতলে নির্দিষ্ট সময়ে রোগীর আত্মীয়দেরকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। ওই সময়ে বহিরাগত কেউ ঢুকলে তখন কিছু করার থাকে না। তবুও নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। হাসপাতালে সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে এক যুবক শিশু ওয়ার্ডে ঢোকে। সে নিজেকে হাসপাতলের সুপারভাইজার পরিচয় দিয়ে একাধিক প্রসূতির কাছে যায়। বিশেষ করে যার কাছে কোনও আত্মীয় ছিল না। এরকম প্রসূতির কাছে গিয়ে তাঁর ছুটি হয়ে গিয়েছে বলে সে জানায়। তাতে সন্দেহ হওয়ায় এক প্রসূতি মহিলা তাঁর ছুটির ব্যাপারে কর্তব্যরত নার্সকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। নার্স তাকে চেনেন না বলায় সন্দেহ বাড়ে। এবং তা এক রোগী থেকে অন্য রোগীর কানে পৌঁছায়। তখনই তা এক নিরাপত্তারক্ষীকে জানানো হলে ওই যুবককে ওয়ার্ড থেকে বের করে দেওয়া হয়। ততক্ষণে গোটা হাসপাতাল চত্বরে খবর ছড়িয়ে পড়ে। তাতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনায় উত্তেজিত জনতা

ওই যুবককে কিমার মারধর শুরু করে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে। এদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকা পশ্চিম মেদিনীপুরের ছমকড়ের বাসিন্দা দীপালী দে বলেন, আমার চারদিন আগে সিজার করা হয়েছে। এদিন সকালে এক যুবক আমার কাছে এসে সে বলে আমার নাকি ছুটি হয়ে গিয়েছে।

আমার বিশ্বাস না হওয়ায় তা ওয়ার্ডের এক নার্সকে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু ওই নার্সবলেন, না ছুটি হয়নি। তখন ওই যুবকের কথা জানায়। তার পর নার্সরা বলেন, ও হাসপাতালের কেউ নয়। তখনই গোটা বিষয়টি প্রচার হয়। এবং নিরাপত্তারক্ষীদেরকে জানানো হয়। তারপর তাকে ওয়ার্ড থেকে নিয়ে যাওয়া হয়।

ভাঙন ধরেছে পুরুলিয়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ এবার পুরুলিয়াতে বড়সড় ভাঙ্গন ধরতে চলেছে কংগ্রেসের ঘরে। দল সূত্রের খবর ওই তালিকার শীর্ষে রয়েছেন রাজ্যপ্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক তথা পুরুলিয়া শহরের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন জেলা যুব কংগ্রেসের আহ্বায়ক হরেরাম সিং, জেলা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুকান্ত মাহাতো ও জেলা কিষাণ কংগ্রেসের সভাপতি তথা পুরুলিয়া পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার জয়দেব দত্ত। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস দল ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন ওই চারজন জেলা কংগ্রেসের নেতা। দল ছাড়ার প্রসঙ্গে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন শুধু তাঁরা চারজনই নন তাঁর সঙ্গে অনেক অনুগামী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব কংগ্রেস দল ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত তিনদশক ধরে এই দলটির একনিষ্ঠ কর্মী থাকা সত্বেও সেই দল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বের কার্যকলাপকে দায়ি করেছেন পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, দিন দিন শাসক দলের দুর্নীতিকে পরোক্ষে সমর্থন জানিয়ে আসছেন কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতা নেত্রী। পুরসভায় ক্ষমতাসীন তৃণমূলের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া করে চলেছেন কংগ্রেসী কাউন্সিলাররা। জেলার দুই কংগ্রেস বিধায়ককে এলাকার উন্নয়নে কাজের প্রস্তাব দেওয়া হলেও তাঁরা তাঁকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। যার জন্য বিতৃষ্ণাতে তিনি এবং তাঁর সঙ্গে হরেরাম সিং, সুকান্ত মাহাতো এবং জয়দেব দত্ত রাজ্যপ্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর কাছে গত ২৬ মে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে পার্থপ্রতিমবাবু জানিয়েছেন। নতুন কোন দলে যোগদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন এখনও সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে তৃণমূল দল থেকে তাঁদের যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে একথা স্বীকার করেছেন পার্থপ্রতিমবাবু। আবার বিজেপি দলের ডাক পেয়েও তাঁরা দিলীপ ঘোষ এবং লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতেও মুখিয়ে রয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

কংগ্রেস

ওন্দায় বিজেপির স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার ওন্দা থানার চূড়ামণিপুর গ্রামপঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরীর টাকা দেওয়ার জন্য গরীব গৃহহীনদের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠছে। এ প্রেক্ষিতে বিরোধী দলের অভিযোগ, প্রকৃত উপভোক্তাদের উপেক্ষা করা হচ্ছে। সোমবার বিজেপি দলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগে চূড়ামণিপুর গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান নাদিনা বিবির কাছে এক স্মারকলিপি দেওয়া হয়। চূড়ামণিপুর অঞ্চল কমিটির পক্ষে সোমনাথ পাত্র, ধরণী ছাতাইত, অসিত ঘোষ, নব মন্ডল, গুরুপদ পাত্র, রাজীব মাল ও ভৈরব ঘোষ সহ অন্যান্যরা জানান যে, শুধু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দুর্নীতি চলছে তা নয়, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পেও বা বাড়ি বাড়ি শৌচালয় নির্মাণ প্রকল্পে ছাড়াও বিধবা ও বার্ধক্যভাতা এবং গীতাঞ্জলি আবাস যোজনার মতো সমাজকল্যাণমূলক প্রতিটি প্রকল্পতেই দুর্নীতি হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রকৃত উপভোক্তাদের উপেক্ষা করা হচ্ছে। পঞ্চায়েতের কাজে টেন্ডারেও দুর্নীতি হচ্ছে। নিম্নমানের মালপত্র কাজ করা হচ্ছে। তাঁরা গত ১৬ মে প্রধানের কাছে আবেদন করেছিলেন কিন্তু সে আবেদনে কোন সদুত্তর না পাওয়ায় তাঁরা এদিন বিক্ষোভ দেখান এবং স্মারকলিপিও জমা দেন। তারপর বাধ্য হয়েই তাঁরা দলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন।

এতেও কাজ না হলে তাঁরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলেও জানান। অন্যদিকে প্রধান নাদিনা বিবি বলেন, অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে আইনগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সোমবার চূড়ামণিপুর পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় প্রতিটি বুথস্তর থেকে এই গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েত ভবনের সামনে এসে জড়ো হন এবং বিক্ষোভ দেখান ও প্রধানের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন।

দিলীপ স্মৃতিসংঘের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার সিমলাপালের বাসিন্দা প্রয়াত দিলীপ সিংহ মহাপাত্রের স্মরণে সোমবার আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরে ১০০ জন পুরুষ ও মহিলা রক্তদান করেন। এ শিবিরে উদ্যোক্তা সিমলাপালের দিলীপ স্মৃতিসংঘ। দিলীপবাবু পেশায় ছিলেন একজন দমকল কর্মী। গত ২৯ মে ২০১৫ সালে উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে এক পথদুর্ঘটনায় মারা যান। সিমলাপাল পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন সংঘ চত্বরে এই রক্তদান শিবির ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। বাঁকুড়া জেলাপরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি পার্থপ্রতিম মজুমদার এই শিবিরে রক্তদান করেন। পার্থবাবু বলেন, তিনি এ নিয়ে ৪৪ বার রক্ত দিয়েছেন। তবে এদিন রক্ত দিতে পেরে তিনি খুবই খুশি। কারণ যাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই শিবির তিনি নিজে একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ছিলেন। এলাকার মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী ছিলেন তিনি। সর্বদাই তিনি মানুষের সেবায় যুক্ত থাকতেন।

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার হীড়বাঁধ থানার বাঁটপুকুরিয়া গ্রামে এক ২০ বছর বয়সী যুবক জোর করে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অভিযোগে রবিবার তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম তুফান ঘোষ। তাকে সোমবার খাতড়া আদালতে তোলা হয়। অভিযোগ, মেয়েটির বাবা হীড়বাঁধ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিলেন যে, অভিযুক্ত তুফান তাঁর ১৪ বছরের নাবালিকা মেয়েকে জোর করে ধর্ষণ করে। এতে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমে যুবকটিকে গ্রেফতার করে।

পুরুলিয়ায় পৃথক ঘটনায় মৃত ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়াতে পৃথক তিনটি এলাকায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হল তিনজনের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান পুরুলিয়া সদর থানার কর্পূরবাগান এলাকার এক যুবক শম্ভু রায় (২৮)। রাতভর খোঁজ করেও বাড়ির লোকেরা তাঁর হদিস পায়নি। মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে কিছুদূরে ময়নাবাঁধ নামে একটি বড় জলাশয়ের জলে তাঁর মৃতদেহ ভাসতে থাকার খবরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। অন্যদিকে সোমবার রাতে বিষ খেতে মৃত্যু হয়েছে বরাবাজার থানা এলাকার এক যুবকের। পুলিশ জানিয়েছে, এই থানার বনচাল এলাকার বাসিন্দা ওই যুবকের নাম প্রকাশ ওরাং (২২)। এদিন সন্ধ্যার পর পারিবারিক অশান্তিতে ওই যুবক কীটনাশক খেয়ে ঢলে পড়েন। তারপর প্রথমে তাঁকে বরাবাজার ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিন রাতেই পুরুলিয়া মফস্বল থানার বাইকাটা এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, বছর তিরিশের ওই যুবকের দেহটি বাইকাটা গ্রামের কাছে রাস্তার উপর পড়েছিল। মৃতের শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন না থাকায় পুলিশের প্রাথমিক অনুমান অতিরিক্ত গরমে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে তাঁর।

অভিযুক্ত তৃণমূলিদের গ্রেপ্তারের দাবি বিজেপির
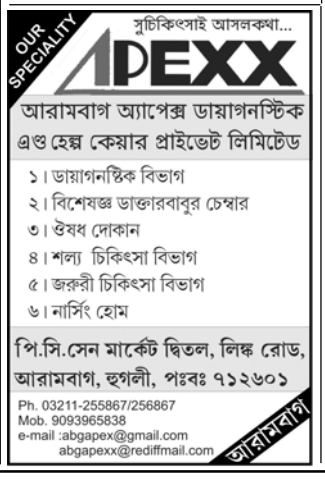
নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূলিদের গ্রেফতারের দাবিতে সোমবার পুরুলিয়ার বরাবাজার থানায় বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি। এদিন দলের একটি মিছিল পুলিশের প্রতি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে স্লোগান সহকারে বরাবাজারের বিভিন্ন পথপরিক্রমা করে মিছিল শেষে বিজেপির লোকজন থানার সামনে জড়ো হন। সেখানে থানার সামনে পথসভা করে দলীয় নেতৃত্ব পুলিশের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানান। বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভ আন্দোলনে সরগরম হয়ে ওঠে এলাকা। থানার নিরাপত্তায় সকাল থেকে থানার প্রধান গেট বন্ধ করে রাখা হলেও বিক্ষোভকারীরা জোরপূর্বক থানায় ঢুকে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। দলের নেতারা থানা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযুক্তদের ধরার দাবি জানান। এরপরেই চাপে পড়ে বাইরে বেরিয়ে বরাবাজারের আই সি সুশান্ত মুখোপাধ্যায় মাইকিং করে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে অভিযুক্তদের ধরার প্রতিশ্রুতি দিলে বিক্ষোভ থামে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এমাসের ১৮ তারিখে বরাবাজারে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল ছিল বিজেপির। কর্মসূচী শেষে ওইদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরত একদল বিজেপি কর্মী সমর্থকের উপর তৃণমূল হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় বিজেপির কমবেশি আটজন লোক তাদের হাতে মার খান। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপরই তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ এনে ৪৫ জনের বিরুদ্ধে বরাবাজার থানা বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ পত্র জমা দেওয়া হয়। কিন্তু সেই ঘটনার ১০ দিন পরেও অভিযুক্তদের একজনও গ্রেফতার না হওয়ায় এদিন তারই প্রতিবাদে থানা ঘেরাও করা হয়।